জনসংযোগঅফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
JahangirnagarUniversity
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাবির উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে টিআইবির অভিযোগ
জাবি কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ আগস্ট ২০১৯।

টিআইবি'র প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত-প্রচারিত 'জাবিতে উন্নয়ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ টিআইবির উদ্বেগ' শীর্ষক খবরের প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ক্ষুদ্র একটি অংশের কল্পিত ও মনগড়া অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করে এ ধরনের বিবৃতি দেয়া সমীচিন নয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। টিআইবি কর্তৃক প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির অপরাপর বক্তব্যও অসত্য, মনগড়া ও ভিত্তিহীন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টিআইবির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ কথা পুর্নব্যক্ত করছেন যে, শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল নির্মাণকে কেন্দ্র করে ছাত্র-শিক্ষকদের ক্ষুদ্র একটি অংশের অসত্য অভিযোগ উত্থাপন, নির্মাণ কাজ বিলম্বিত অথবা বন্ধ করার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অভিযোগ আমলে নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ প্রকাশ এবং বিবৃতি প্রদান কর্তৃপক্ষকে বিস্মিত করেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, আগে শিক্ষা-গবেষণা ও শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যার সমাধান করতে হবে। আবাসন সমস্যার কারণে সৃষ্ট 'গণ রুম' সমস্যা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে আমূল বদলে দেয়ার বহুল প্রত্যাশিত ১৪৪৫ কোটি টাকার অধিকতর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ৬টি আবাসিক হল, ৪টি একাডেমিক ভবন, ১টি লাইব্রেরি, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ১টি লেকচার হল কামপরীক্ষা হল, ১টি প্রভোস্ট কমপ্লেক্স, ১টি হাউজ টিউটর ভবন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ৫টি আবাসিক ভবন, ১টি গেস্ট হাউজ, শহীদ রফিক জব্বার হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ২টি খেলার মাঠ, জহির রায়হান মিলনায়তন, সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চ ও ১২টি পুরাতন হলের সংস্কার করা হবে। এসব স্থাপনার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৬টি আবাসিক হলের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেন যে, ১৪৪৫ কোটি টাকার এই অধিকতর উন্নয়ন পরিকল্পনার কোনো কাজ অপরিকল্পিত ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এই উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার আওতায় যেসব নির্মাণ কাজ রয়েছে, সেগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই, ডিজিটাল সার্ভে, মাস্টারপ্লান, স্থাননির্বাচন, সয়েল টেস্ট, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সহ সকল স্তরের কাজ বুয়েটের অধ্যাপক শেখ আহসান উল্লাহ মজুমদারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। এই টিমে আরও রয়েছেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ, প্লানার সামিনা মজুমদার, স্থাপত্যবিদ মাহেরুল কাদের প্রিন্স ও ফাতেমা তাসমিয়া। এছাড়াও বুয়েটের স্থাপত্য ও পরিকল্পনাবিদগণের আরও একটি টিম এই উন্নয়ন

মহাপরিকল্পনার ফিজিবিলিটি স্টাডি করেছেন। এই টিমে ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আশিকুর রহমানের নেতৃত্বে ড. অপূর্ব কে পোদ্দার, আর্কিটেক্ট আহাম্মেদ আল মোহায়মেন এবং নয়না তাবাসসুম। এই স্টাডি গ্রুপে পরিবেশবিদ, প্রাণিবিদ্যাবিদ, ভূগোলবিদ, ইকোনোমিক্স এক্সপার্ট ও স্থাপত্যবিদগণ রয়েছেন। এই মহাপরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট PNDC বহিস্থ বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। বিগত ৩ বছর যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৮ সালে ২৩ অক্টোবরে 'একনেক' অনুমোদনের পর ১২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। 'একনেক' সভায় অনুমোদিত ও চূড়ান্তকৃত প্রকল্পের বিরোধিতা করা অথবা এতদ্ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো মোটেই উচিত নয়।

একথা সকলে জানেন যে, এক সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিরাণভূমি। বিগত প্রায় তিন দশকে এনজিওসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অব্যাহতভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সবুজ ক্যাম্পাসে রূপলাভ করেছে। এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র গাছ রয়েছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে হাজারো গাছের চারা রোপণ করা হয়। ক্যাম্পাসে নানা ধরনের বৃক্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একাশিয়া এবং ইউকালিপটাস গাছও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানাচ্ছেন যে, জলাধার, বন্যপ্রাণি ও প্রাণ-প্রকৃতি গবেষণা এলাকা এবং সংরক্ষিত বনভূমি বাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মাত্র ২১ শতাংশ ভূমি অবশিষ্ট রয়েছে। কাজেই যেখানেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক না কেন, সেখানেই কিছু গাছ কাটা পড়বে। এখানে উল্লেখ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নের সময় যতো গাছ কাটা পড়ে, তার আশে পাশে দ্বিগুণ পরিমাণ গাছ লাগানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী। উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার বর্তমান প্রকল্পটির স্বচ্ছতার কোনো ঘাটতি নেই। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় যেসব স্থাপনা গড়ে তোলা হবে, তাতে জীব বৈচিত্র্য ও সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনাটিকে ঘিরে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগও ভিত্তিহীন এবং সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষা, গবেষণা ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের এই মহাপরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নে বিশ্ববিদ্যালয় আমূল বদলে যাবে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির দ্বার আরও সম্প্রসারিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও কল্যাণমুখী উন্নয়ন কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে সকলকে অংশীদার হওয়ার আহবান জানাচ্ছেন।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস